বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্প একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সাজিত হোসেন দফাদার

সংক্ষিপ্তসার

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি এবং কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মনস্তাত্ত্বিক চেতনার জাগরণ। তিনি ছোটগল্পে উত্তর বিশ্বযুদ্ধকালের অন্যান্য গল্পকারদের মত জীবনের অস্তিত্বের সংকটকে খুঁজে বেড়াননি। তাঁর অনুসন্ধানী কলম দৃপ্ত করেছে নরনারীর সম্পর্কের চিরকালীন রসায়ন। দুটো মানুষ পরস্পরের সঙ্গে থেকেও, দুজন দুজনকে ভালবেসেও, একসাথে জীবনের বিভিন্ন লড়াই অতিক্রম করেও কেন দিনের শেষে একা? সম্পর্কের কোথায় ফাঁক থেকে যায়? বুদ্ধদেবের ছোটগল্পে তা বিশ্লেষিত হয়েছে। কাব্যধর্মী গদ্য, সংলাপাত্মক লেখনী, টেলিগ্রাফিক শব্দ, Shift of the time এবং মানবজীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁর বেশীরভাগ গল্পেই সৃষ্টি হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া। বুদ্ধদেব বসুর বেশীরভাগ গল্পে যেটুকু না পাওয়া তা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ের এবং সেই কারণেই তাঁর ছোটগল্পে অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশী। জীবনে বাঁচার জন্য সংকট তাঁর খুব কম গল্পেই রয়েছে। এই কারণেই তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অধ্যাপক, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবি, শিল্পপতি ইত্যাদি এলিট র‍্যাঙ্কের মানুষ। আর গল্পের মূল বিষয় নরনারীর প্রেম। তবে সাধারণ রোমান্টিক গল্পের সঙ্গে এর আসমান জমিন ফারাক আছে। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি একটি স্বতন্ত্র জেনার তৈরি করেছেন।

সূচক শব্দ: *মনোবিকলন, টেলিগ্রাফিক শব্দ, কাব্যময় ভাষা, Shift of the time, মানসিক দ্যোতনা, স্বপ্ন দৃশ্যের ব্যবহার, অন্তর্গত চেতনার জাগরণ, ক্রমশ একাকীত্ব, ভবিষ্যৎ চিন্তা, প্রেম ও প্রেমভঙ্গের মনস্তাত্ত্বিক আবহ।*

সাহিত্যের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের সম্পর্ক সুগভীর কারণ মানুষের মনের উপর নির্ভর করেই মানব জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মানুষ আলাদা আলাদা সিদ্ধান্ত নেয়। এরফলে জীবনের মানচিত্রে ব্যক্তিগত বাঁকের সৃষ্টি হয়। কবি, সাহিত্যিক, গল্পকাররা সেই ব্যক্তিগত বাঁককে নৈব্যক্তিক করে তোলেন। তবে প্রাচীনকালে কিম্বা মধ্যযুগে যে সাহিত্য দেবদেবীর মহিমা কীর্তন করার জন্য সৃষ্টি হত সেখানে এই মনস্তাত্ত্বিক চেতনার খুব একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। সাহিত্যের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের গাঁটছড়া বাঁধা হলো আধুনিক কালে। বাংলা সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাস ও ছোটগল্পে যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ নিয়ে এলেন বিশ্বকবি ও কথাকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিজের বহুধা প্রতিভা ও দৃষ্টি দূরদৃষ্টির ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন ছোটগল্পের যথার্থ চাহিদা। তিনি ঘোষণা করলেন - ''সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তার আঁতের কথা বার করে দেখানো।''[১] অর্থাৎ পুরানো দিনের মত গল্প তথা উপন্যাস আর শুধুমাত্র ঘটনাকেন্দ্রিক থাকলো না। চরিত্রের মন, মেজাজ, মর্জি এবং মানসিক গঠন কথাসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিলো। ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলন শুরু হল। কল্লোল, সবুজপত্রকে কেন্দ্র করে উঠে এলেন এক ঝাঁক তরুণ লেখক ও কবি। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে আরো বিস্তীর্ণ ক্যানভাস দিলেন এঁরা। গল্পের প্লট অপেক্ষা চরিত্রের মানসিক গঠন এদের লেখায় ফুটে উঠলো, শুধু তাই নয় মানবজীবনের নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, বিকার, আত্মহত্যা প্রবণতা, অসুখী দাম্পত্য, প্রেমের ব্যবসায়িক দিক, যৌনতা, স্খলিত যৌনতা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদি সমস্ত কিছু উঠে এলো ছোটগল্পে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ এবং সমরসজ্জার প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রনায়করা মেতে উঠলেন। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলির পরাধীন মানুষের

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

ওপর চাপল করের বোঝা। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেশগুলি সম্পূর্ণরকম ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেল। এরফলে ভারত সহ ইউরোপের আরও অন্যান্য কলোনিগুলিতেও শুরু হল রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম। এই অস্থির পরিস্থিতিতে সমগ্র পৃথিবীর সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে নেমে এল এক গভীর অভিশাপ। প্রভাব পড়ল মানুষের মনোজগতেও। প্রচলিত মূল্যবোধের অবলুপ্তি ঘটে মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হল বিভিন্ন জটিল চেতনা। এই সমস্ত জটিল চেতনা নিয়েই নুট হামসুন, ম্যক্সিম গোর্কি, আইভ্যান তুর্গেনভ, ও হেনরি, অ্যানটন চেকভ মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প লিখতে শুরু করলেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যে উঠে এলেন বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, সমরেশ বসুর মত কালজয়ী ছোটগল্পকাররা। এঁদের হাতে বাংলা ছোটগল্প পেল অস্তিত্বের সংকটের স্বাদ।

উক্ত প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব বুদ্ধদেব বসুর ছোট গল্পের বিভিন্ন দিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের অভিযোজন। রবীন্দ্র উত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল ব্যক্তিত্ব হলেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি একাধারে কবি, ছোটগল্পকার, উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য সমালোচক এবং নাট্যকার । সাহিত্যের সব শাখায় তার পরিক্রমণ ভীষণ সাবলীল। তবে কবি হিসেবেই তাঁর খ্যাতি সর্বাপেক্ষা বেশী। তথাপি তিনি রচনা করেছেন প্রায় শতাধিক ছোটগল্প। তাঁর গল্প গ্রন্থগুলি হল - 'অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প'

'রেখাচিত্র ও অন্যান্য গল্প'

'হাওয়া বদল'

'মিসেস গুপ্ত'

'অদৃশ্য শত্রু'

'প্রেমের বিচিত্র গতি ও অন্যান্য গল্প'

'খাতার শেষ খাতা'

'একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু'

'হৃদয়ের জাগরণ ও অন্যান্য গল্প'

এছাড়া নির্বাচিত গল্প নিয়ে রয়েছে দুটি গল্প সংকলন 'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং 'ভাসো আমার ভেলা' সমসাময়িক গল্পকারদের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর পার্থক্য আছে। তিনি ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের পরিবর্তে চোখ বুজে ইউরোপীয় সাহিত্যের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেননি। তাই যুদ্ধোত্তর সংশয়বাদের পরিবর্তে তাঁর গল্পে ফুটে উঠেছে নরনারীর রোমান্টিক প্রেম চেতনা। সেই প্রেমে মোহ আছে, বিশ্বাস আছে, বিশ্বাসঘাতকতা আছে এবং সর্বাপেক্ষা রয়েছে যৌনতা। ভারতীয় ঐতিহ্য এবং রাবীন্দ্রিক চেতনার অনুসরণ করলেও বুদ্ধদেব বসু কখনই নারী পুরুষের শারীরিক আকর্ষণের কথা অস্বীকার করেন নি। তবে সবক্ষেত্রেই তাঁর গল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে মূলত মনস্তত্ত্বের দ্বারা। এই কারণেই বুদ্ধদেব বসুর গল্পে রয়েছে বহু স্বপ্নদৃশ্য, টেলিগ্রাফিক শব্দের ব্যবহার এবং 'Shift of the time'। হয়ত কোন গল্পে সকালবেলার বিবরণ দেওয়া হচ্ছে হঠাৎ সময়ের পরিবর্তন হয়ে দশ বছর আগের একটি রাত অর্থবহী হয়ে উঠেছে। কথা সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমেরিকান বিদূষী কথাসাহিত্যিক ভার্জিনিয়া উলফ বলেছিলেন - "But then the story might wobble, the plot might crumble, rain might seize upon the characters."[২]

আবার লিওন এডেল তাঁর 'The Pshychological Novel'[৩] গ্রন্থে মনস্তাত্ত্বিক কথাসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের কথা তুলে ধরেছেন। সেগুলি হল -

১. তির্যক বাগবিন্যাস (Oblique Writing)

২. অনুচ্চ বচঃপ্রবৃত্তি (Mental Prattle)

৩. অনুচ্চারিত আত্মকথন (Internal Monologue)

৪. স্বাগতোক্তি (Soliloquy)

বুদ্ধদেব বসুর গল্পের কাহিনী এবং আত্মায় রয়েছে এডেলের এই ধারণাগুলি। মানবচরিত্রের অন্তর্গত চেতনার ওপর আলো ফেলেছেন বুদ্ধদেব এবং তাঁর গল্পগুলি হয়ে উঠেছে রোমান্টিক চেতনায় উজ্জ্বল ও মনস্তত্ত্বে স্নাত।

বুদ্ধদেব বসু আদতে কবি। তাই তাঁর ছোটগল্প বিশেষ করে ছোটগল্পের ভাষা ভীষণ কাব্যিক এবং এই কাব্যিকতার মধ্য দিয়েই তিনি মনস্তত্ত্বের জাল বুনেছেন। তাঁর 'জ্বর' গল্পের অধ্যাপক রমাকান্ত বসু একদিনের জ্বরের মধ্যে দিয়ে তার সহকর্মীদের এবং তার স্ত্রী সুধার ভালবাসার পরিচয় পেয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ক্লাস না থাকার দরুন সে বন্ধুদের আড্ডায় যেতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার জ্বর আসে। এদিকে তার বন্ধুরা কেউ cross word puzzle, কেউ বা ইউরোপীয় সাহিত্য, কেউবা স্পেনের ট্যাঙ্গো নাচ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অন্যদিকে বাড়িতে ফিরে রমাকান্ত তার স্ত্রী সুধার ব্যবহারেও পেল নির্লিপ্ততা। সারারাত্রি শুয়ে শুয়ে যে স্বপ্ন দেখল স্ত্রীর সঙ্গে সে খোয়াইয়ের লাল মাটি দিয়ে হাঁটছে। বিয়ের পর প্রথম যখন তারা ঘুরতে গিয়েছিল সেই স্মৃতি স্বপ্ন হয়ে ফিরে এল রামকান্ত অবচেতন মনে। তারপর হঠাৎ দেখল তার এক সহকর্মী তাকে চায়ের জায়গায় বিষপান করিয়ে দিয়ে তার মৃত্যু ঘটিয়েছে। সে মরে গেছে কিন্তু সুধার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল এবং স্ত্রীকে সে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সমগ্র গল্পে স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই একজন মানুষের মনোজগতের একাকীত্ব ফুটিয়ে তুললেন বুদ্ধদেব। এক্ষেত্রে একটি কথা বলা দরকার জার্মান স্নায়ুবিদ (Neurologist) সিগমুণ্ডফ্রয়েড 'The interpretation of dreams' (1900) এবং 'The Psychopathology of Everyday Life' (1901) বই দুটিতে মানুষের অন্তর্জগতের একটি মানচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ইড, ইগো, সুপার ইগো ইত্যাদি মানসিক অবস্থা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমস্ত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ফ্রয়েডের এই যুগান্তকারী তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসুও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর কবিতায় এবং কথা সাহিত্যে তা পরিস্কার। তাঁর 'মেজাজ' গল্পে উঠে এসেছে মানবজীবনের একটি ইতিবাচক ছবি। স্বাভাবিক একটি গৃহস্থ বাড়ির সাধারণ মানুষের মধ্যেও সামান্য ঘটনার নিরিখে চলে আসছে। মনোবিকলন। টেলিগ্রাফিক ভাষায় এবং 'Shift of the time' -এর ওপর ভিত্তি করে গল্পের প্রধান চরিত্রের মানসজগতে পরিলক্ষিত হচ্ছে বিবর্তন। 'রেখাচিত্র' গল্পে রয়েছে অতীতে ফিরে যেতে চাওয়ার আকুতি। গল্পের মূল বিষয় প্রেম ভেঙে যাওয়া এবং সারাজীবন ধরে সেই ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে নিজের মনের টাইম মেশিনে করে মেঘদূতের মত উড়ে যাওয়া। আবার ভবিষ্যতে কি হতে পারে এই চেতনাও রয়েছে গল্পটিতে। একদিকে মনস্তাত্ত্বিক বহমানতা অন্যদিকে সময়ের পরিবর্তন গল্পটিকে একটি আলাদা মাত্রা দিয়েছে। এক্ষেত্রে টি.এস.এলিয়টের সময় সম্পর্কিত ধারণার কথা বলা যেতে পারে।

'Time present and time past
Are both contained into time future.'[৪]

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিন্সও 'A brief history of time' গ্রন্থে সময়ের বিবর্তনের কথাই বলেছেন। আর

এই গল্পে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন -

''আজ থেকে পাঁচ, সাত, দশ কিংবা বারো বছর পরের তোমাকে কল্পনা করিতেছি। তোমার কণ্ঠে আর অফুরন্ত আনন্দ ঝরে না...''[৫]

'চোর চোর!' গল্পে রয়েছে এক পতিতার মাতৃত্বের গল্প। তার ঘরে চুরি করতে আসা এক কলেজ ছাত্রের দুর্দশায় তার হৃদয় কেঁদে উঠেছে। ইচ্ছে করলেই তাকে সে ধরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে তা করল না। বরং সেই চোর ছেলেটিকে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলল। শেষ রাতে মাতৃস্নেহে সে তাকে ঘুম পাড়ালো এবং কোন এক অজানা মানসিক বিবর্তনে সে পৌঁছে গেলো তার ছোটবেলায়। তার ছোট্ট ঘর, গ্রাম, তার মা এবং মুক্ত আকাশ তাকে অন্য জগতে নিয়ে গেল।

'সুপ্রতিম মিত্র' - বুদ্ধদেব বসুর অন্যতম একটি প্রধান গল্প। অনেক সমালোচক বলেছেন গল্পটি লেখকের আত্মজৈবনিক। কিন্তু তার নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে গল্পটি যে মনস্তাত্ত্বিক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মহিম তালুকদারের বন্ধু সুপ্রতিম মিত্র। কলেজে সে জিনিয়াস ছাত্র ছিল। অথচ জীবনে সে কিছুই করতে পারেনি। মহিম পড়াশোনা করেছে। প্রথমে স্কুল মাস্টার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছে। অন্যদিকে সুপ্রতিম বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরি ছেড়ে শেষপর্যন্ত একটি সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেছে। মেয়েটি সুপ্রতিমকে ভীষণ ভালবাসলেও শেষপর্যন্ত তার অতিরিক্ত পাগলামি সহ্য করতে না পেরে তাকে ত্যাগ করেছে। এদিকে সুপ্রতিমের লেখা সাহিত্যও খুব বেশী সাড়া জাগাতে পারেনি। ফলে সমস্ত হারিয়ে সুপ্রতিমের অবস্থা আজ ভিখারীর মত। দার্জিলিংয়ের একটি ছোট্ট বস্তিতে খুপড়ি ঘরে একটি নিম্ন সম্প্রদায়ের মেয়ে নিয়ে তার বাস। অথচ একদিন মনে হয়েছিল - ''জিনিয়াস ছাড়া ওকে আর সে কি বলা যায় তা তো জানিনা। ওর সঙ্গে সকলের প্রতিভার ব্যবধান এত স্পষ্ট ছিল যে ওর শ্রেষ্ঠত্ব আমরা সহজে ও সানন্দে মেনে নিয়েছিলুম।''[৬]

সুপ্রতিমের প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতির কারণ তার মনোবিকলন। সে তার স্ত্রীকে সম্পূর্ণরকম ভাবে বন্দী করে ফেলেছিল। এই বন্দীত্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেই একদিন মেয়েটি বন্ধন ছিন্ন করল। দীর্ঘদিন পর যখন মহিমের সঙ্গে দেখা হল তখন সমস্তকিছু ব্যক্ত করল সুপ্রতিম। দুজন মানুষের জীবন এবং একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান মানুষের জীবনের ধ্বংসপ্রাপ্তি একটি মনস্তাত্ত্বিক আবহে বর্ণিত হয়েছে গল্পটিতে। 'মা, বোন, ভাই' গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে একটি পরিবারের গল্প। পিতাকে হারিয়ে বাড়ির বড় ছেলে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। সবার জন্য পরিশ্রম করেও কারোর কাছ থেকে এতটুকু সহানুভূতি সে পায়নি। এমন কি যে বোনকে সে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসত সে পর্যন্ত বিয়ের পর দাদাকে ভুলে গেল। ফলত ছেলেটি ক্রমাগত মনোকষ্টে ভুগতে লাগল। রাতে মাঝে মাঝে স্বপ্নে সে তার বাবাকে দেখতো। এছাড়াও অনিয়মিত নানারকম অবিশ্বাস্য জিনিস তার স্বপ্নে এল। এই স্বপ্নদৃশ্যগুলি গল্পটির একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক উন্মোচন করেছে।

'একা' গল্পটিতে নিঃসঙ্গ একজন যুবকের জীবনের যন্ত্রণা বিধৃত হয়েছে। ছেলেবেলায় বাবা মা কে হারিয়ে সে আশ্রয় নেয় মামার বাড়িতে। কোনরকম শৈশবটা কাটিয়েই কৈশোর থেকে জীবনযুদ্ধে উত্তীর্ণ হয় সে। কষ্ট করে পড়াশোনা করে আই.এ পাস করে। তারপর অল্প বয়সেই আপিসে একটি কেরানীর চাকরি নেয় সে। যখন সে চাকরিতে ঢুকেছিলো তখন তার মাইনে ছিল ছত্রিশ টাকা। আজ সেই মাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে চল্লিশ টাকায়। একা মানুষ তাই কলকাতা শহরের কর্ম ব্যস্ততার মধ্যে নিরন্তর সঙ্গী খুঁজে বেড়িয়েছে সে। শেষপর্যন্ত নারীসঙ্গ কামনায় বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। কিন্তু একদিন রাস্তার মোড়ে এক ফিরিঙ্গি বেশ্যাকে দেখে তার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। বিয়ে করার যে অদম্য ইচ্ছে তার মধ্যে ছিল তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিয়ের জন্য মেয়ে খুঁজবে না। কেউ যদি নিজে থেকে আসে তখন ভেবে দেখবে। ''বাসের জানালায় মাথা রেখে

ক্লান্তিতে প্রায় ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে যেন স্বপ্নের ঘোরে মনে মনে বললো তুমি এসো, নিজেই এসো...।"[৭] বুদ্ধদেব বসুর সাড়া জাগানো গল্প 'একটি সকাল ও একটি সন্ধ্যা'য় মৌলিনাথ নামক একজন অধ্যাপক এবং চিত্রা ও গীতা নামক দুই বোনের গল্প বিবৃত হয়েছে। মৌলিনাথ ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্য প্রেমিক মানুষ। গল্পের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে চিত্রার পাশে বসে বসে সেই সুইনবোর্নের কবিতা পড়ছে। চিত্রার সঙ্গে তার প্রেম থাকলেও চিত্রা সেইদিনই ঘোষণা করে যে মৌলিনাথকে বিবাহ করা তারপক্ষে সম্ভব নয়। এরপর গল্পে রয়েছে 'Shift of the time'। মৌলিনাথ এখন অধ্যাপক, আর চিত্রার বোন গীতা তার ভীষণ গুণগ্রাহী। মৌলিনাথের মাও চায় সে তাদের দুজনের পরিণয় হোক। কিন্তু মৌলিনাথের মনের অদৃশ্য খাতে সৃষ্টি হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। প্রেমের সম্পর্ক বা বিয়ের সাত পাকে সে আর বাঁধা পড়তে চায় না। তবে মনের গোপন কুঠুরিতে হয়তো তার কোথাও চিত্রার জন্য একটু জায়গা ছিল। চিলির বিখ্যাত কবি পাবলো নেরুদা তাঁর 'If you forget me' কবিতায় বলেছেন -

"Well, now,
If little by little you stop loving me
I shall stop loving you little by little
.....
But
If each day
Each hour,
....My love feeds on your love, beloved."[৮]

মৌলিনাথের মনের অবস্থা খানিকটা ওইরকমই। 'প্রেমের বিচিত্র গতি' গল্পে একটি মেয়ে ইলা যে বারংবার প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। যার ওপরেই ভরসা করেছে সেই তাকে দাগা দিয়েছে। অথচ যে ছেলেটি সত্যি সত্যি তাকে ভালবেসেছিল সেই ছেলেটির প্রতি সে উদাসীন থেকেছে। যখনই জীবনে তার সংকট এসেছে সেই ছেলেটিই তাকে মানসিক শক্তি প্রদান করেছে। কিন্তু বিষয় হল একজন মানুষ আরেকজনের জন্য সারাজীবন অপেক্ষা করতে পারে না। গল্পে শেষপর্যন্ত ইলার প্রেমিকও তাই করেছে। সে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। প্রেম ও প্রেমভঙ্গের মনস্তাত্ত্বিক আবহে শেষ হয়েছে গল্পটি।

'একটি কি দুটি পাখি' গল্পে পাখি নামক একটি মেয়ে ভালবেসেছিল একটি ছেলেকে। কিন্তু পরিবারের চাপে এবং পারিবারিক কারণে শেষপর্যন্ত তাকে বিবাহ করতে পারেনি। এদিকে ছেলেটি যখন তার এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছিল তখন সেই বাড়িতে পাখিরও নেমন্তন্ন ছিল। সেই রাতে ছেলেটির ঘরে এসে সে ছেলেটিকে একটা চুমু খেয়েছিল এবং বলেছিল যে সে তাকে শুধু এইটুকু দিতে পারে। সেইটুকু স্মৃতি নিয়ে সেই ছেলেটি তার জীবন কাটিয়ে দিল। বহুবছর পর পাখির মেয়ের বিয়েতে আবার দুজনের দেখা হল। সেখানে পাখি যত্ন করে তাকে খাওয়াল। গল্পে পাখি এবং তার প্রেমিক দুজনের মনেই প্রেমের অনুভূতিগুলো জমতে জমতে ফসিল হয়ে উঠেছিলো। হারানো এবং প্রাপ্তির মনস্তাত্ত্বিক আবহে গল্পের সমাপ্তি ঘটল।

'ঘরেতে ভ্রমর এল' গল্পে সুখী দাম্পত্য জীবনের মধ্যে উঠে এল জীবনের অপরদিকের ছবি। স্কুলে ক্লাস নিতে নিতে ঘরের মধ্যে উড়ে এল একটি ভ্রমর। ভ্রমরের গুঞ্জনের মধ্যে দিয়ে ছেলেটি অর্থাৎ গল্পের প্রধান চরিত্র ফিরে যাচ্ছে কখনও অতীতে কখনও আবার লাফিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে ভবিষ্যতে। সেখানেও দেখছে গৃহস্থ বাড়ি, বাজার করা, ইলিশ মাছ কেনা ইত্যাদি। ভ্রমরের

গুঞ্জনের মধ্যে দিয়েই ফিরে আসছে বর্তমানে। এক পলকে জীবনের সমস্তকিছু মিথ্যে মনে হচ্ছে তার। আসলে এও এক মানসিক বিবর্তন। জীবনানন্দ দাশের 'আটবছর আগের একদিন' কবিতায় ডব্লু.বি. ইয়েটসের 'What then' অথবা 'A dialogue between self and soul' কবিতায় এই ধরনের মানসিক বিবর্তনের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। গল্পের প্রধান চরিত্র বিবাহিত, পেশায় সে একজন শিক্ষক অর্থাৎ সামাজিকভাবেও সে প্রতিষ্ঠিত এবং নিঃসঙ্গও সে নয় তথাপি তার সমস্ত কিছু নিরর্থক মনে হল কেন? উত্তর -

> ''আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে
> আমাদের ক্লান্ত করে
> ক্লান্ত-ক্লান্ত করে;''[৯]

অথবা,

> "I lie awake night after night
> And never get the answer right."[১০]

'তুলসী গন্ধ' গল্পে প্রাক্তন প্রেমের নেপথ্যে দাম্পত্য সম্পর্কের বিপর্যয়। আজীবন ধরে সন্দেহ, জ্বালা ও বিষাদে ভুগে ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের অবসান। 'ফেরিওলা' গল্পে মনস্তাত্ত্বিক চেতনা কম। তবে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের রসায়নে এবং তাদের ঝগড়ার মধ্যে কখনও কখনও মনস্তাত্ত্বিক চেতনা উঁকি ঝুঁকি মেরেছে। 'রাধারানীর নিজের বাড়ি' গল্পে এক গৃহবধূর নিজের বাড়ি বানানোর গল্প লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রথমে সে এবং তার স্বামী কলকাতার একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ভাড়া বাড়িতে থাকত। তারপর অনেক বেশী ভাড়া দিয়ে একটি ভাল বাড়িতে তারা উঠে যায়। তারপর শেষপর্যন্ত নতুন বাড়ি নির্মাণে তারা সক্ষম হয়। এই গল্পে মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া বৃষ্টি হয়েছে রাধারানীর বারংবার সন্তান মৃত্যুর নেপথ্যে। গল্পটি শেষ হচ্ছে নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশের দিন রাধারানীর শেষ সন্তানের মৃত্যুতে। এতগুলো সন্তানের মৃত্যুর পর নতুন বাড়ির আকাঙ্ক্ষা এবং শেষ সন্তানটির মৃত্যুর পর রাধারানীর নির্লিপ্ততা গল্পের মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া নির্মাণ করেছে। 'বিরূপাক্ষ দেবের কাহিনী' তে উঠে এসেছে একজন মানুষের মধ্যে শিল্পীসত্তার মৃত্যুর পর বেনিয়াসত্তার জাগরণ। 'আবছায়া' গল্পে রয়েছে একজন প্রেমিকের মেরুদণ্ডহীনতা এবং শেষ মুহূর্তের অর্থাৎ প্রেমিকার বিবাহের পূর্বের কনফেকশন। 'প্রশ্ন' গল্পে রয়েছে একটি শিশুর অকাল মৃত্যুতে বাবা মার মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন অন্যদিকে একজন বৃদ্ধের দীর্ঘ জীবনের নেপথ্যে এসেছে তার ছেলে বৌমার জীবনে অশান্তি। 'একটি লাল গোলাপ' গল্পে বিশ্লেষিত হয়েছে প্রেমের বেনিয়াপনা। একজন রূপের দিক থেকে অসুন্দর মানুষের জীবনে প্রেমের মূল্য যে অর্থহীন তা ফুটে উঠেছে। প্রতাপ অসুন্দর তাই তার প্রেমের প্রতীক লাল গোলাপটিও পদপিষ্ট হয়েছে। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে প্রতাপ। 'তুমি কেমন আছো' গল্পে বর্ণিত হয়েছে একজন রিটায়ার্ড অফিসারের ব্যর্থ প্রেমকাহিনীর ইতিবৃত্ত। বিবাহিত হলেও সারাজীবন প্রাক্তন প্রেমিকার স্মৃতি বুকে নিয়ে কাটিয়েছে এই অফিসার মানুষটি। 'সবিতা দেবী' গল্পেও বর্ণিত হয়েছে ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাস। নারী মনস্তত্ত্বের নিরিখে একজন নারী এবং তার জীবনের তিনজন প্রেমিকের গল্প ব্যক্ত হয়েছে। 'এমিলিয়ার প্রেম' রোমান্টিক হলেও একটু অন্য ধরনের গল্প। প্রেম অপেক্ষা নারী মনস্তত্ত্ব এখানে অনেক বেশী গভীরভাবে চিত্রিত হয়েছে। উত্তর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে আমেরিকার লেখিকা ন্যান্সি ফ্রাইডের বিভিন্ন উপন্যাসে এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ আছে। ''আর এখন - এখন যুবকেরা তাকে প্রায় সম্মান ক'রে কথা বলে। আড়ালে কথা বলে তার অতীত নিয়ে। সামনে করে অত্যধিক স্তুতি। তার

এতটুকু কোন কাজে লাগতে পারলে ধন্য হয় যেন।"[১১]

এই ধরনের লেখা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

বুদ্ধদেব বসুর ছোটগল্পে জীবনের বহুমুখী সমস্যার কথা উঠে এলেও তার ছোটগল্পের মূল সুর প্রধানত রোমান্টিক। মানুষের জীবনের প্রেম ভালবাসা সংক্রান্ত সমস্যা তার গল্পে অধিক চিত্রিত হয়েছে। সেই কারণেই গল্পগুলির সম্পূর্ণরূপে অন্তরঙ্গের। চরিত্রের যে মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ বুদ্ধদেবের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য তা গঠিত হয়েছে প্রেম মনস্তত্ত্বের ধাঁচে। কারণ প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের সম্পূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত প্রেমজীবন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল প্রভৃতি লেখাতেও প্রেমের চিত্র আছে কিন্তু সেই প্রেম বুদ্ধদেব বসুর সমতুল্য নয়। এঁদের গল্পে রোমান্টিক চেতনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বহিরঙ্গের। মানুষের জীবনে বেঁচে থাকা, অস্তিত্বের সংকটই এঁদের গল্পের মূল বিষয়। কিন্তু বুদ্ধদেবের গল্পে মানুষের যেটুকু অপ্রাপ্তি তা সম্পূর্ণ হৃদয়ের। এইজন্যই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বুদ্ধদেবের ছোটগল্পের চরিত্ররা মূলত অধ্যাপক, ডাক্তার, শিক্ষক, বড় ব্যবসায়ী, শিল্পী ইত্যাদি সমাজের এলিট শ্রেণীর মানুষ। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের কথা তাঁর গল্পে নেই বললেই চলে। আসলে বুদ্ধদেব বসু বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে একটি জেনার তৈরি করেছেন। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির মধ্যে যে জটিলতা যুদ্ধোত্তর সময়ে সৃষ্টি হয়েছে তিনি তার ওপর মনস্তত্ত্বের আলো ফেলেছেন ফলে গল্পগুলি হয়ে উঠেছে কালোত্তীর্ণ। আর একটি কথা বলা দরকার বুদ্ধদেব বসু মূলত কবি। তাঁর সেই কবিসত্তা তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বহমান। তাঁর ছোটগল্পের ভাষা ভীষণ কাব্যিক। কাব্যিক ভাষা, সাংকেতিক চেতনা ও আধুনিক মনন ও মেজান তাঁর গল্পগুলিকে দিয়েছে অমরত্বের শিরোপা।

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ/'চোখের বালি'/সূচনা/ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৭৭ এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৯/১৯০৩/পৃ.৪

২. Woof virginia/'Collected Essays'/Ingram Short time, New York/2011/p.31

৩. Edel Leon/'The Psychological Novel'/Lippincott, 1st Edn./ New York/1955/p.24

৪. Eliot TS/'The Four Quartets'/Burnt Norton/Harcourt Publishers, US/1941/p.11

৫. বসু বুদ্ধদেব/'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প'/ 'সুপ্রতিম মিত্র'/দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা/২০২০/পৃ.৪২

৬. বসু বুদ্ধদেব/'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প'/'সুপ্রতিম মিত্র'/ দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা/২০২০/পৃ. ৪২

৭. বসু বুদ্ধদেব/'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প'/'রেখাচিত্র'/বেঙ্গল পাবলিশার্স/১৪ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা/২০১৯/ পৃ.১৩৩

৮. Neruda Pablo / 'If you forget me'/ www.poetryfoundation.in./2010

৯. দাশ জীবনানন্দ/ 'মহাপৃথিবী'/ 'আট বছর আগের একদিন'/ নিউ মহামায়া অফসেট, ১নং খাসমহল স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৬/১৯৪৪/পৃ.৭২

১০. Yeats W.B./'What then'/www.poetryfoundation.in./2014

১১. বসু বুদ্ধদেব/'বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প'/'এমিলিয়ার প্রেম'/২০১৯/পৃ. ৭৬